দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 23 FEB 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

19

সেই ভর্তি সমস্যা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষায় মোট ৩ হাজার ৬শত ৯২টি আসনের জন্য ৪৩ হাজার আবেদনপত্র বিক্রি হয়েছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা গেছে। উক্ত রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে গত বছর সাড়ে ৩ হাজার আসনের জন্য ৩৯ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়েছিল এবং '৮৯ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার।

আলোচ্য রিপোর্টে পরিবেশিত তুলনামূলক বিবরণী ও সংখ্যাতত্ত্ব থেকে এটাই স্পষ্ট যে বিশ্ববিদ্যালয়ে— বিশেষত প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া এবং উচ্চশিক্ষা লাভের ব্যাপারে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আগ্রহ ক্রমবর্ধমান। গত বছরের তুলনায় এবার ভর্তি হতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের সংখ্যা যে বেশী-এই সংখ্যাতত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান আগ্রহের ব্যাপারটিই প্রতিফলিত।

জনবহুল ও দারিদ্রপীড়িত আমাদের দেশে শিক্ষা এবং বিশেষভাবে উচ্চশিক্ষার সুযোগ-সুবিধা অত্যন্ত সীমিত। অর্থনৈতিক সামর্থ্যের অভাবে, সুযোগ-সুবিধার সীমাবদ্ধতার কারণে এবং শিক্ষার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে না পারার দরুনও উচ্চশিক্ষা থেকে তো বটেই, সাক্ষরতা এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা থেকেও অধিকাংশ লোক বঞ্চিত থেকে যায়।

আমাদের দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত বাস্তব অবস্থা এবং শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার সীমাবদ্ধতার আলোকে দেখলে উচ্চশিক্ষা লাভ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রার্থীদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের ব্যাপারটাকে বিশেষ প্রশংসনীয় এবং আশাব্যঞ্জকই বলতে হবে। যদিও এর বাস্তব ও করুণ দিকটি এই যে উচ্চশিক্ষা লাভের ঐকান্তিক আগ্রহসত্ত্বেও এবং ভর্তি পরীক্ষায় ভালো করলেও, নির্ধারিত ৩৬৯২টি আসনের বেশী সংখ্যক শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব হবে না।

শিক্ষালাভ মানুষের একটি মৌলিক ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার। শিক্ষাবিস্তার ও শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি রাষ্ট্রের ও সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। আমাদের মতো বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত, দারিদ্রপীড়িত এবং শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর দেশে সাক্ষরতা, শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা লাভের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি জনসংখ্যাকে জনশক্তিকে পরিণত করা, মেধা ও প্রতিভার বিকাশ সাধন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্যই অপরিহার্য। দেশে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা অবশ্যই তুলনামূলকভাবে অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে, স্থাপিত হয়েছে বহু স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও অন্যান্য ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গড়ে উঠেছে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় তা যে যথেষ্ট নয় এবং আসন সংখ্যা বাড়িয়েও যে উচ্চশিক্ষা বিশেষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ভর্তিচ্ছু সবার জন্য অবারিত করা যাচ্ছে না, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৬৯২ আসনে ভর্তির জন্য ৪৩ হাজার আবেদনপত্র বিক্রির ঘটনাই তা তুলেধরেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের প্রাচীনতম ও ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ। এ কারণে এবং রাজধানী নগরীতে অবস্থিত বলেও, উচ্চশিক্ষা গ্রহণেচ্ছুরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্যে অধিক সংখ্যায় ভিড় জমাবে, এটা স্বাভাবিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও আসন সংখ্যা কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়, কিভাবে শিক্ষাদান ও গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ করা চলে, তা সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে ভেবে দেখতে হবে।

শিক্ষার সঙ্গে জীবন-জীবিকার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও ওতপ্রোত। আমাদের মতো দেশে শিক্ষা এর প্রধানতম লক্ষ্যও বটে। কিন্তু শিক্ষা শুধু চাকরি-বাকরির এবং জীবিকা অর্জনের পথই প্রশস্ত করে না, মেধা ও মননের বিকাশ ঘটায়, হৃদয়বৃত্তি ও মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলে, গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনাও বিকশিত করে এবং সর্বোপরি জীবন-সংগ্রামে শক্তি ও সাহস যোগায়।

যত বেশী সম্ভব মানুষকে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ করে দিতে পারলে তাতে জাতির কল্যাণ বই অকল্যাণ নেই। আমাদের মতো দরিদ্র দেশে শিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা এবং বোঝা বাড়লেও, তারা উদ্যোগী এবং আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ হলে অধীত শিক্ষা ও জ্ঞান কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ আর সম্ভাবনাও থেকে যাবে। এই সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত রাখাও আমাদের দায়িত্ব।